



ইলিশের সুপ ও নুডলস হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে বাকুবিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় গবেষকরা

। মো. আরিফুল ইসলাম, বাকুবি । ইলিশ অধিক আমিষ ও অধিক চর্বির মাছ। কিন্তু ইলিশের চর্বি মোটেও ক্ষতিকর নয়। চর্বিতে বিদ্যমান ওমেগা-৩ নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখে। ইলিশ সংরক্ষণ এবং ইলিশ থেকে সুপ ও নুডলস তৈরির এ প্রযুক্তি বিশ্বে প্রথম। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ সিস্টেম (বাউরেস) আয়োজিত 'ইলিশের সুপ ও নুডলস তৈরি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় এসব তথ্য তুলে ধরেন গবেষকরা।



বাউরেস পরিচালক প্রফেসর ড. এম.এ.এম.ইয়াহিয়া খন্দকারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলী আকবর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. জাসিমউদ্দিন খান, মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ডীন প্রফেসর ড. গিয়াস উদ্দিন আহম্মদ ও ওয়ার্ল্ড ফিশ-বাংলাদেশ এর গবেষক ড. ভ্যান মার্টিন লুইস।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর বলেন, উৎপাদিত ইলিশ সুপ ও ইলিশ নুডলস সংরক্ষণের মাধ্যমে সারা বছর ইলিশের স্বাদ পাওয়া যাবে। এই ইলিশ সুপ ও ইলিশ নুডলস রপ্তানি করা গেলে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব হবে এবং এ দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে।

কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের প্রফেসর ও প্রযুক্তির উদ্ভাবক



গবেষক ড. এ.কে.এম. নওশাদ আলম। মূলপ্রবন্ধে তিনি জানান, ইলিশ অধিক আমিষ ও অধিক চর্বির মাছ। কিন্তু ইলিশের চর্বি মোটেও ক্ষতিকর নয়। চর্বিতে বিদ্যমান ওমেগা-৩ নামক অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তে ক্ষতিকর কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়, শরীরকে সুস্থ ও সতেজ রাখে। নওশাদ আলম তার মূল প্রবন্ধে জানান, এক হাজার টাকা দামের একটি ইলিশ থেকে ছোট আকৃতির প্রায় ২০০ কিউব তৈরি করা সম্ভব। প্রতিটি কিউবের বাজারমূল্য ২০ টাকা। একটি কিউব দিয়ে ইলিশের হুবহু স্বাদের এক-দুজনের জন্য সুপ তৈরি করা সম্ভব। ইলিশের স্বাদ অপরিবর্তিত রেখে কিউবগুলোকে রেফ্রিজারেটরে এক বছর পর্যন্ত সংরক্ষণ করা যাবে। তা ছাড়া ইলিশ দিয়ে বিশেষ প্রক্রিয়ায় নুডলস তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বাজারে সচরাচর যে নুডলস পাওয়া যায়, তার থেকে হয়তো কিছুটা দাম বেশি পড়বে। তবে খুবই সাস্থ্য দামে বাণিজ্যিকভাবে ইলিশের নুডলসও বাজারজাত করা সম্ভব হবে। শরীরের উপকারী কোলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ানো এই মাছটি সংরক্ষণ করে খাওয়ার একটি উপায় বের করতে পারলে পুষ্টিগুণের অনেক চাহিদা পূরণ হবে ধারণা বিশেষজ্ঞদের।

উল্লেখ্য, ইকোফিশ প্রকল্পের সহায়তায় ভারগো ফিশ এ্যান্ড এগ্রো প্রসেস লিমিটেড শিগগিরই দেশব্যাপী এগুলো বাজারজাত করবে। ইলিশ মাছকে প্রক্রিয়াজাত করে এর মূল্যমান বৃদ্ধি করতে প্রায় দুই বছর ধরে গবেষণা করেছেন মাৎস্যবিজ্ঞান অনুষদের মৎস্য প্রযুক্তি বিভাগের অধ্যাপক ড. নওশাদ আলম। পরে টেকনিক্যাল সেশনে বিষয়ের উপর শিক্ষকগণ, গবেষক ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ অংশগ্রহণ করেন।



আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মত দেশসেরার মুকুট ধরে রেখেছে বাকুবি

। মো. আরিফুল ইসলাম, বাকুবি:। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে র‍্যাঙ্কিংয়ে আবারও শীর্ষ স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকুবি)। এ নিয়ে টানা দু'বার প্রথম স্থান অধিকার করল দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী কৃষি শিক্ষার এ বিশ্ববিদ্যালয়টি। বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের শীর্ষ ৯ বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাড়িয়ে এ কৃতিত্ব অর্জন করেছে ময়মনসিংহে অবস্থিত কৃষি শিক্ষার মাতৃতুল্য এ প্রতিষ্ঠানটি।

স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ ভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান



ওয়েবওমেট্রিক্স এক গবেষণায় জানুয়ারি ২০১৮ সংকলনে এ তথ্য উঠে আসে।

আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান এবার ১৮৪৮ তম যা গত বছরের জুলাইয়ের র‍্যাঙ্কিংয়ে ছিল ২০৬১ তম। এ নিয়ে টানা দ্বিতীয়বারের মত দেশসেরার মুকুট ধরে রেখেছে বাকুবি।

ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. আলী আকবর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ কৃতিত্বে মহান আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে বলেন, এ অর্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের। পরপর দু'বার র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষে থাকায় তিনি সকল শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং এ অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষায় কাজ করে যাওয়ার আহ্বান জানান।

দেশের দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয় (২০১১), তৃতীয় অবস্থানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২১৩২), চতুর্থ অবস্থানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (২৫৯৩), পঞ্চম অবস্থানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (২৬৬২), ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছে বেসরকারি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় (২৯৪০), সপ্তম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (২৯৭৫), অষ্টম বেসরকারি ইন্ডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (৩১৮৯), নবম শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (৩২৮৯) এবং দশম নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় (৩৩৬৬)। এশিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে বাকুবি ৫৬২, বুয়েট ৬৪৬ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৬৭৪ তম।

স্প্যানিশ জাতীয় গবেষণা কাউন্সিলের (সিএসআইসি) সাইবারমেট্রিক্স ল্যাব এ র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে। র‍্যাঙ্কিং তৈরিতে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রভাব, নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ, অর্থনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা, সাম্প্রদায়িক সন্নিবেশ অর্থাৎ সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত ভূমিকা বিবেচনা করে ওয়েবওমেট্রিক্স। ২০০৪ সাল থেকে তারা নিয়মিত বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে আসছে। প্রতি বছর জানুয়ারি ও জুলাই মাসে তারা ওই র‍্যাঙ্কিং প্রকাশ করে থাকে।



বাকৃবিতে 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন চ্যালেঞ্জস ফর ফিউচার এগ্রিকালচার' শীর্ষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার ভবিষ্যতের কৃষির জন্য হুমকিস্বরূপ

॥ মো. আরিফুল ইসলাম, বাকৃবি ॥ অতিরিক্ত এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারের ফলে উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের ওপর এন্টিবায়োটিকের ক্ষমতা ও কার্যকারিতা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। যা অদূর ভবিষ্যতের কৃষির ও মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকিস্বরূপ। এই

সমস্যা সমাধানে এন্টিবায়োটিকের বিকল্প উৎস খুঁজে বের করা সময়ের দাবী। আমাদের চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ থেকে এর বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে হবে। প্রকৃতিতে অনেক উদ্ভিদের ভেষজ ক্ষমতা এন্টিবায়োটিকের

বিকল্প হবে পারে। নিম, বিষকাটালী, প্রাণ্টেইন ঘাস, আদা, হলুদ, দারুচিনি, কালজিরা প্রভৃতি হতে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ প্রাকৃতিক এন্টিবায়োটিকের উদ্ভাবন করা সম্ভব। গতকাল শনিবার সকাল ১০ টার দিকে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইদিন ব্যাপী আয়োজিত 'ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন চ্যালেঞ্জস ফর ফিউচার এগ্রিকালচার' শীর্ষক সম্মেলনে এসব কথা বলেন কৃষি বিজ্ঞানীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবনে আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক সম্মেলনের বাস্তবায়ন কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল মামুনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সচিব অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশনের সভাপতি এ এম এম সালেহ। সম্মেলনের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন

অস্ট্রেলিয়ার চার্লস স্টুয়ার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. পিটার ওয়েন।

মূল প্রবন্ধে ড. পিটার বলেন, ক্ষতিকারক ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করতে সারা পৃথিবীতে যত্রতত্রভাবে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার হচ্ছে। এন্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে এর কার্যক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এ কারণে আমাদের ভবিষ্যত কৃষি উৎপাদন- ফলমূল, ডিম, দুধ, মাংস ও শস্য অনিশ্চয়তার মধ্যে রয়েছে। এই সমস্যা সমাধানে প্রয়োজন এন্টিবায়োটিকের বিকল্প ব্যবস্থা। আদা, হলুদ, দারুচিনি, প্রাণ্টেইন ঘাস ইত্যাদি হতে পারে

এন্টিবায়োটিকের বিকল্প উৎস। এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার কমাতে সবচেয়ে প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা ও জন সাধারণের মধ্যে এর ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মো. আলী আকবর বলেন, অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করতে আমরা জমিতে রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হয়েছে। কিন্তু এর ফলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাণী ও উদ্ভিদের রোগ বৃদ্ধি, উৎপাদন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা, নিরাপদ খাদ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা রক্ষা করাই হবে ভবিষ্যত কৃষির অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এ সমস্যার সমাধানে কৃষি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের ওপর জোড় দেন তিনি।

সম্মেলনে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নাইজেরিয়া, সুদান, থাইল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ইথিওপিয়া থেকে প্রায় অর্ধশত বিজ্ঞানী উপস্থিত ছিলেন। দুইদিনে মোট ১৫০ টি বৈজ্ঞানিক পেপার উপস্থাপন করা হবে।





গবাদিপশুর ক্রসেলোসিস রোগের চিকিৎসার উন্নতিকরণে বাকৃবিতে নতুন গবেষণাগার

॥ বাকৃবি সংবাদদাতা ॥ ক্রসেলোসিস একটি সংক্রামক রোগ যা ব্যাকটেরিয়ার একটি গোষ্ঠী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। রোগটি মানুষ, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, শূকর এবং কুকুরে হয়ে থাকে। এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে প্রতিবছর বাংলাদেশের পশুসম্পদ শিল্পে প্রায় ৬০ মিলিয়ন টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধন হচ্ছে। দেশে তাই এই রোগের প্রাদুর্ভাব এবং ঝুঁকি



কমাতে এবং দেশের আর্থিক ক্ষতি রোধ করতে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) ভেটেরিনারি অনুষদের মেডিসিন বিভাগে নির্মিত হয়েছে “লাইভস্টক ও হিউম্যান ক্রসেলোসিস” নামের নতুন গবেষণাগার।

শনিবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে ভেটেরিনারি অনুষদের মেডিসিন বিভাগের সম্মেলন কক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব কথা জানান মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক এবং প্রকল্পের প্রধান গবেষক অধ্যাপক ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান।

তিনি আরও জানান, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের অনুদানে “লাইভস্টক ও হিউম্যান ক্রসেলোসিস: মলিকুলার ডায়াগনোসিস, ট্রিটম্যান্ট এন্ড কন্ট্রোল” প্রকল্পের অধিনে এই গবেষণাগারটি স্থাপিত হয়েছে। এটি দেশের প্রথম গবেষণাগার যেখানে ক্রসেলোসিস রোগের মলিকুলার ডায়াগনোসিস করা হবে এবং টিকা তৈরি করা হবে। এছাড়াও এ রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি উন্নতকরণ করা হবে এ গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে যা ক্রসেলোসিস নিয়ে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করবে।

সংবাদ সম্মেলনের আগে গবেষণাগারটি উদ্বোধন করেন কৃষি

গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. কাজী এম. কমরউদ্দীন।

ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান আরও জানান, ক্রসেলোসিস রোগটি প্রাণি থেকে মানুষে এবং মানুষ থেকে প্রাণিতে স্থানান্তরিত হতে পারে। আক্রান্ত পশুর কাঁচা দুধ, স্বল্প জাল দেওয়া দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে অথবা আক্রান্ত প্রাণীর শরীর থেকে নির্গত পদার্থের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শের মাধ্যমে প্রাপ্ত বয়স্ক এবং শিশুদের মাঝে এ রোগ ছড়াতে পারে। ক্রসেলোসিস এর চারটি প্রজাতি আছে। প্রজাতিগুলো হল ক্রসেলোসিস এবরটাস, ক্রসেলোসিস মেলিটেনসিস, ক্রসেলোসিস সুইস এবং ক্রসেলোসিস ক্যানিস।

সংবাদ সম্মেলনের পরে সকাল ১১টার দিকে ক্রসেলোসিস রোগের ওপর এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক ড. মো. আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আয়োজিত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. জসিমউদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড.



প্রিয় মোহন দাস, কৃষি গবেষণা ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর ড. কাজী এম. কমরউদ্দিন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এ. এস. মাহফুজুল বারী প্রমুখ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন অধ্যাপক ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান।

মো. আশরাফুল আলম
বাকৃবি সংবাদদাতা, ময়মনসিংহ।

০১৭১৭ ৯৮৪৭৮২



বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ
প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বাকুবিতে 'নগর আবর্জনা থেকে তৈরি কম্পোস্ট ও সয়েল টেস্টিং কিট এর উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত।

কৃষিবিদ দীন মোহাম্মদ দীন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (ময়মনসিংহ) মার্চ ৬ : কাংখিত মাত্রার ফলন পাওয়ার জন্য যে সার যতটুকু দরকার শুধু সেই সমস্ত সার ততটুকু প্রয়োগ করতে হবে। মাটি পরীক্ষা ছাড়া জমিতে খাদ্যোপাদানের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে জানা অসম্ভব। ফসলের চাহিদা অনুযায়ী সার সুপারিশ করতে বাউ সয়েল টেস্টিং কিট ভূমিকা রাখবে। এই কিটের



মাধ্যমে মাটির অম্লতা-ক্ষারকতা নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম নির্ণয় করে ফসলের জন্য সঠিক মাত্রার সার সুপারিশ প্রদান করা যাবে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকুবি) মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও বেসরকারি সংস্থা এসিআই আয়োজিত 'নগর আবর্জনা থেকে তৈরি কম্পোস্ট ও সয়েল টেস্টিং কিট এর উন্নয়ন ও বাজারজাতকরণ শীর্ষক এক কর্মশালায় বক্তৃতা এসব কথা বলেন। মঙ্গলবার ০৬ মার্চ ২০১৮ বাকুবির সৈয়দ নজরুল ইসলাম সম্মেলন ভবনে এসময় 'বাউ সয়েল টেস্টিং কিট' এর শুভ উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লা। প্রকল্পের প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. মোঃ মজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ কৃষি

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবর। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হেকাপ এর প্রজেক্ট ডিরেক্টর ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত, বাকুবি পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক প্রফেসর ড. মনোরঞ্জন দাস, বাকুবি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা কমিটির কো-অর্ডিনেটর প্রফেসর ড. লুৎফুল হাসান এবং এসিআই এর বিজনেস ম্যানেজার বশির আহমেদ। কর্মশালায় মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ও প্রকল্পের অন্যতম গবেষক প্রফেসর ড. মোঃ জহির উদ্দিন এবং স্বাগত বক্তব্য রাখেন বাকুবি মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান প্রফেসর ড. মোঃ আনোয়ারুল আবেদীন।

পরে বিষয়ের উপর শিক্ষকগণ, গবেষক ও আমন্ত্রিত অতিথিগণ উন্মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান গবেষক প্রফেসর ড. মোঃ মজিবুর রহমান বলেন মাটি পরীক্ষা না করে বুঝা যাবে না কোন খাদ্যোপাদান মাটিতে কি পরিমাণ আছে এবং তা যে ফসল চাষ করা হবে, তার চাহিদা মেটাতে সক্ষম কি না। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় (বাকুবি) মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগ মাঠ পর্যায়ে মৃত্তিকা নমুনা পরীক্ষার জন্য এ 'বাউ সয়েল টেস্টিং কিট' উদ্ভাবন করেছে যা আধুনিক ও মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা করে ফসরের সর্বোচ্চ ফলন প্রাপ্তির জন্য সুসম মাত্রার সার প্রণয়ন করা যাবে।

(ড. আমিনুর রহমান চৌধুরী)
পরিচালক
জনসংযোগ ও প্রকাশনা দফতর